দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..12 MAR 1988...
পৃষ্ঠা... ... ...৫ কলাম..৩...

029

শিক্ষাঙ্গন

প্রকৃত শিক্ষার গুরুত্ব

জীব জগতের অন্যান্য শিশুর মতোই মানব শিশুও অবোধ ও অবুঝ হয়ে জন্মায়। কিন্তু মানুষ হিসেবে বাঁচতে হলে তাকে মানুষ ও পশুতে পার্থক্য করতে হয়। আর সে জ্ঞান লাভ হয় তার শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষাই মানুষকে ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্যের মধ্যে তারতম্য বোধ এনে দেয়। মানুষ বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধিমান জীব। অতএব তাকে সমাজে বাস করতে হলে তার মন-প্রাণ মস্তিষ্ক এ তিনের উৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন। এ তিনের উৎকর্ষের জন্য যে শিক্ষা, সে শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। আল্লাহ মানুষকে লক্ষ্য করে বলেছেন— তোমরা সীমা অতিক্রম করো না। কেননা আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীকে পছন্দ করেন না (আল কোরআন) যে শিক্ষা মানুষের ফিতরাত বা স্বভাবের পরিপোষক এবং নিজের ও অপরের কল্যাণকর তাই সবার জন্য ওয়াজেব। আমাদের শিক্ষায় জীবন যাপনের সব রকমের ব্যবস্থা থাকবে। কেবল মাত্র জীবিকা অর্জনের শিক্ষাই সম্পূর্ণ শিক্ষা নয়। মনুষত্ববোধকে বিকশিত না করলে তার পঙ্গুত্বই প্রবল হবে এবং মনুষ্য জীবনের উদ্দিষ্ট ভূমিকা সে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবে না। যে আদর্শ শিক্ষা সত্যিকার মহৎ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে তা-ই প্রকৃত শিক্ষা। সমাজে যোগ্য নাগরিক এবং প্রকৃত মানুষ হিসেবে বাস করতে হলে, মানুষকে প্রকৃত শিক্ষার দ্বারস্থ হতেই হবে। শিক্ষায় মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, সাদায়-কালোয়, ধনী-দরিদ্রে, ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে এক বিশ্বমানবতার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে সাহায্য করে। কর্মহীন শিক্ষা যেমন অবাস্তব, ধর্মহীন শিক্ষা তেমনিই অসামাজিক। কর্ম শিক্ষা মানুষকে বাঁচতে শিখায়, কিন্তু ধর্ম শিক্ষায় মানুষকে যোগ্য নাগরিকরূপে বাঁচতেও চিন্তা করতে শিখায়। কাজেই উভয় পদ্ধতির সমন্বয় যে শিক্ষা সে আদর্শ শিক্ষাই সমাজের সবার জন্য মংগল বয়ে আনতে সক্ষম হয়। প্রতিবেশীর প্রতি মানুষের কর্তব্য, এতিম দুঃখীর প্রতি তার দায়িত্ব এবং মানব-ভৃত্য। ছোট বড় আপন পর সবার সঙ্গে তার জীবন যাপনে কর্তব্য পালন সম্বন্ধে সম্যক শিক্ষা না পেলে জীবন-যাপন প্রণালী শিক্ষার মাধ্যমে অনুশীলিত ও পরিচ্ছন্ন না হলে সে জীবন পশুবৃত্তি পরিচর্যায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে তার চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। চরিত্রই মানুষের অমূল্য সম্পদ। চরিত্রহীন মানুষ ধনী হলেও মানুষ তাকে ঘৃণা করে। প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি মানুষের অমংগল অক্যাণ করতে পারে না। তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মানুষের ক্ষতিসাধন করতে কুণ্ঠিত হয় না। বর্তমানে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি অর্থাৎ তরুণকে অপরাধমূলক কর্মে লিপ্ত হতে দেখা যায়। এরা উচ্চ ডিগ্রীধারী হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার আলো তারা পায়নি। এর কারণ অনেক। অসৎ সঙ্গ, খারাপ পরিবেশ ও অপসংস্কৃতি, লোভ-লালসা তাদেরকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে।

এটা কি করে হয়? অভিভাবক তথা মাতা-পিতা অনেকাংশে এ জন্য দায়ী। তাঁদের উদাসীনতাই এর মূল কারণ। সন্তান কি করে, না করে সেদিকে তাঁরা সচেতন থাকে না। তাদের অসাবধানতা ও কঠোর শাসনের অভাবে সন্তানরা লেখাপড়া শিখেও অমানুষ হয়।

সন্তানের বিশেষ বয়স পর্যন্ত তার লালন পালন করে দৈহিক ও মানসিক গঠনের পরিপোষকতা করে তাকে জীবন যুদ্ধে উপযোগী করে গড়ে তোলা পিতা-মাতার এক বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে পিতা-মাতাকেই এই দুর্ভোগ পোহাতে হয় জীবনভর। সন্তান যদি অপরাধমূলক কাজ করে, তার শাস্তি হয়, এখন পিতা-মাতাই তাতে মানসিক কষ্টে ভোগেন। তাই এব্যাপারে অভিভাবকদেরই সজাগ ও সচেতন হতে হবে।

এম, এ, শহীদ